

# বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়



**প্রশ্ন ▶ ১** অনুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষে মানসম্মত কোনো কাজ পাচ্ছে না। আশানুরূপ কাজ না পেয়ে সে রীতিমতো হতাশ। এ হতাশার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য অনুপ একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সাথে হাত মেলায় এবং অবৈধভাবে টাকা-পয়সা উপার্জন করে। এ চক্রটি দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে অনুপ নিজের কর্মহীন অবস্থাকে এ পথে আসার অন্যতম কারণ বলে তুলে ধরেন।

◀ **শিখনফল-২**

- ক. বাংলাদেশের শতকরা কত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে? ১
- খ. পরিবেশ নারীবাদ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. অনুপের ঘটনায় বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের উক্ত সামাজিক সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? মতামত দাও। ৪

## ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের শতকরা ৪৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

**খ** নারীর প্রতি কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিষয়ক মতামতকে নিয়ে হচ্ছে পরিবেশ নারীবাদ।

প্রকৃতির সাথে নারীর একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা মূল্যায়ন করা পরিবেশ নারীবাদের আরেকটি দিক। এ মতবাদ অনুযায়ী নারী ও প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের মাঝে এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

**গ** অনুপের ঘটনায় বাংলাদেশের যে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে তা হলো বেকারত্ব।

বেকারত্ব হলো কেনো সমাজে কর্মক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের অভাব। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ কোনো ব্যক্তি যখন পূর্ণ বা খণ্ডকালীন কাজ করতে ইচ্ছুক হয় অথচ কাজ পায় না তখন সে ব্যক্তিকে বেকার বলা যেতে পারে। অর্থাৎ দেশের স্বাভাবিক শ্রমশক্তির অজ্ঞা হয়েও যার কর্মহীন থাকে তারাই বেকার।

অনুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে মানসম্মত কোনো কাজ না পেয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সাথে হাত মেলায় এবং অবৈধভাবে টাকা-পয়সা উপার্জন করে। এ থেকে বোঝা যায়, বেকারত্বের কারণেই অনুপ এরূপ কাজ করেছে।

**ঘ** বাংলাদেশে উক্ত সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ বেকার সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বেকারত্ব বর্তমান বাংলাদেশের একটি প্রধানতম সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে যে সকল পদক্ষেপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা হলো-

শ্রম সরবরাহের উন্নয়ন ঘটানো। অর্থনীতিকে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে আর্থিক সাহায্য প্রদান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ঘটানো। কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ সমাজে সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা। দেশে ক্ষুদ্র মাঝারি ধরনের শিল্প কল-কারখানা স্থাপন করা। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন, বিশেষ করে কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার প্রচলন করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা বলতে বেকারত্বকে বোঝানো হয়েছে। আর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

## প্রশ্ন ▶ ২

কর্মসংস্থানের অভাব,	ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা
অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা,	শিল্পায়নের অভাব
প্রাকৃতিক দুর্যোগ,	প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব

M5, ◀ **শিখনফল-২**

- ক. কোন ধরনের পরিবারে মাদক গ্রহণের হার বেশি? ১
- খ. বেকারত্ব সমস্যা সম্পর্কে বুঝিয়ে লিখ। ২
- গ. ছকের বিষয়াবলি কোন সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সামাজিক সমস্যাটি বৃদ্ধির জন্য আরও অনেক কারণ বর্তমান—বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাবা-মা আলাদা থাকে এমন পরিবারে মাদক গ্রহণের হার বেশি।

**খ** বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো বেকারত্ব।

বেকারত্ব বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যার ফলে কোনো দেশের অসংখ্য কর্মক্ষম লোক কর্মের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হয় এবং এর ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিভিন্নভাবে ব্যাহত হয়।

**গ** ছকের বিষয়াবলি বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

বিভিন্ন কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্মসংস্থানের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। কর্মের অভাব ও অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের বেকারত্বকে চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এ দুটি কারণে লক্ষ লক্ষ লোক বর্তমানে কর্মহীন অবস্থায় বেকার জীবনযাপন করছে। অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পায়নের অভাবেও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব না হওয়ার ফলে কৃষিরও প্রসার ঘটেনি। তাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এদেশের কৃষকদের বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ই কেবল কৃষিকাজ থাকে। ফলে বছরের অন্য সময় এরা বেকার হয়ে পড়ে। তদুপরি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বর্ধিত লোকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না, যা বেকারত্বের জন্য দায়ী। বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণেও বিপুল পরিমাণ কৃষিশ্রমিক বেকারত্বের শিকার হয়। এছাড়া প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবেও এদেশের শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির উল্লিখিত কারণগুলোই ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, ছকের বিষয়গুলো বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

**ঘ** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, কর্মসংস্থানের অভাব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, শিল্পায়নের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব ছাড়াও বেকারত্ব বৃদ্ধির আরও অনেক কারণ বর্তমান।

বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছকে উল্লিখিত কারণগুলো অন্যতম। তবে এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বেকারত্ব বৃদ্ধির আরও অনেক কারণ বিদ্যমান। যেমন-ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বেকারত্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী। কারণ সাধারণ শিক্ষায় দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কোনো কার্যক্রম নেই।

কারিগরি শিক্ষার সুযোগও সীমিত। ফলে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে না, যা বেকারত্ব বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেকারত্ব সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। এছাড়া অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। বেকার সমস্যার জন্য সরকারি পরিকল্পনার ত্রুটিও অনেকাংশে দায়ী। অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি বিনিয়োগ বেশি হওয়ার কারণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব ও শ্রমশক্তি রপ্তানির সরকারি বিধিনিষেধের জটিলতা, দুর্নীতি, অবহেলা প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা রপ্তানি কাজক্ষিত পরিমাণে হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। মূলধনের অভাবও বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আয় কম বলে সঞ্চারের হারও কম। ফলে বিনিয়োগ কম হয় এবং কর্মস্থান বৃদ্ধি পায় না।

এছাড়া প্রচলিত মূল্যবোধ, দারিদ্র্য, চাকরির মোহ, নিরক্ষরতা প্রভৃতিও কারণ বেকারত্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির কতিপয় কারণের কথা ছকে উল্লেখ করা হলো ও উপরোক্ত অন্যান্য কারণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই বলা যায়, ছকে উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশের বেকারত্ব বৃদ্ধির আরো অনেক কারণ বর্তমান।

**প্রশ্ন ৩** স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমা খাতুন ঢাকায় ছেলের বাসায় থাকেন। ছেলে ও ছেলের বউ অফিসে যায়, নাতি-নাতনিরাও স্কুলে যায়। রহিমা বেগম একাকী দিন কাটান। নিঃসঙ্গতা কাটাতে নাতি অয়নের সহযোগিতায় তিনি পড়তে শেখেন। এখন তিনি পত্রিকা, বই পড়তে পারেন। দিনের বেশিরভাগ সময় তার বই পড়ে এবং পত্রিকা পড়ে কেটে যায়।

◀ শিখনফল: ২

- ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ নারী? ১
- খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে রহিমা খাতুনের ঘটনা কীভাবে আমাদের সমাজে অনুপ্রেরণা হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'নিরক্ষরতা মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়'— রহিমা খাতুনের জীবনের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী।
- খ. সামাজিক সমস্যা বলতে যেকোনো সামাজিক অসুবিধা কিংবা অসংখ্য লোকের অসদাচরণকে বোঝায়।
- সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন একটি সামাজিক অবস্থা যা সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এবং অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজের সচেতন মানুষ যা দূরীকরণে সচেষ্ট থাকে।
- গ. বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে রহিমা খাতুনের ঘটনা আমাদের সমাজে নানাভাবে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে।
- আমাদের সমাজের অধিকাংশ বয়স্কই নিরক্ষর। লিখতে-পড়তে জানেন না বলে বাসায় তারা নিঃসঙ্গতাবোধ করেন। তবু অনেকেই শিক্ষার জন্য বয়স শেষ মনে করে শিক্ষা গ্রহণ করেনা না, আবার অনেকে বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা অর্জনকে লজ্জার ব্যাপার মনে করেন।
- উদ্বীপকে রহিমা খাতুন তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য নাতির সহযোগিতায় পড়তে শেখেন এবং দিনের বেশির ভাগ সময় বই ও পত্রিকা পড়ে কাটান। তার এ ঘটনাটি বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের সমাজে অনুপ্রেরণা হতে পারে। কারণ এ ঘটনাটি দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, শিক্ষার কোনো বয়স নেই, বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা কোনো লজ্জা নয় এবং সবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন।
- ঘ. 'নিরক্ষরতা মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়' রহিমা খাতুনের জীবনের আলোকে উক্তিটির যথার্থ বলে আমি মনে করি।
- শিক্ষা হলো এক প্রকার আলো। এ আলো থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে অন্ধের শামিল বলা যায়। কেননা অন্ধ মানুষ যেমন কিছু দেখতে পায় না, তেমনি যারা নিরক্ষর তারা চোখ থাকতেও দেখতে পায় না। পড়তে-লিখতে না

জানার কারণে অন্যরা তাকে ঠকানোর সুযোগ পায়। নিরক্ষরতা মানুষকে একা করে দেয়। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য। কেননা যারা শিক্ষিত, তারা বৃদ্ধ বয়সে বিভিন্ন বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাতে পারেন অথবা নাতি-নাতিদের পড়িয়েও সময় কাটাতে পারেন। ফলে ঘরে তারা একা থাকলেও নিঃসঙ্গাবোধ করেন না। কিন্তু নিরক্ষররা পড়তে পারে না বলে কর্মহীনভাবে বসে থাকে এবং গল্প-গুজব করার মানুষ না পেয়ে একাকী ও নিঃসঙ্গাবোধ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমা খাতুন ঢাকায় ছেলের বাসায় থাকেন, ছেলেও ছেলের বউ অফিসে যায়, নাতি-নাতিনিরাও স্কুলে যায়। রহিমা বেগম একাকী দিন কাটায়। নিঃসঙ্গতা কাটানোর অন্যতম মাধ্যম পত্রিকা ও বই পড়া হলেও এ দুটো তার কোনো কাজে আসে না। কারণ তিনি নিরক্ষর ও পড়তে জানেন না। তবে নাতি অয়নের সহযোগিতায় তিনি এখন অক্ষর জ্ঞান লাভ করে পত্রিকা ও বই পড়তে পারেন। ফলে দিনের বেশির ভাগ সময় তার বই পড়ে এবং পত্রিকা পড়ে কেটে যায়। সুতরাং রহিমার জীবনের বাস্তব চিত্র দেখে সহজেই অনুমেয় যে, নিরক্ষর মানুষ নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করে। তাই উক্ত উক্তিটি যথার্থ বলা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৪** এলাকার নাম কানাইনগর। মানুষগুলো সহজ-সরল। হাটে বিক্রি করে মাছ, ধান, নারিকেল, সুপারি, আর ক্রয় করে তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, লবণ, চিনিসহ আরো কত কি। তবে দু একজন ছাড়া কেউ নিজের নামও লিখতে পারে না। এদেরকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ। প্রথমত আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত কোনো খরচ ছাড়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা, তৃতীয়ত শিক্ষা শেষে চাকরির সুযোগ এবং সর্বশেষ উন্নত জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

◀ **শিখনফল:** ৩

- ক. কর্মসংস্থান জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির কত সংখ্যক পুরুষ রয়েছে? ১
- খ. কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ — ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কানাইনগরের সাংসদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. কানাইনগরের সাংসদ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আর যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তার মূল্যায়ন কর। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কর্মসংস্থান জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির ৩.৭৯ কোটি পুরুষ রয়েছে।

**খ** কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা হলো নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকে বলে থাকেন কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই ব্রিটিশ শাসনকে পোস্ত করতে যে কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার আধুনিক সংস্করণ। বাস্তব চাহিদা পূরণে এ শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম নয়।

**গ** কানাইনগরের সাংসদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো —

১. আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন: দারিদ্র্য মোচন করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। স্কুলে পাঠানো এবং পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক যোগ্যতা যাতে জনগণের হয় তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।
২. খরচ ছাড়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আইনের শাসন এবং প্রয়োগ আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।
৩. শিক্ষা শেষে চাকরির সুযোগ: শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নেবে যে, শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের সন্তানরাও চাকরি পাবে। এতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে।
৪. উন্নত জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহী: গতানুগতিক জীবনের চেয়ে উন্নত জীবনের প্রতি গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে পারলে তারা উন্নয়নের প্রতি উৎসাহিত হবে। এরূপ জীবনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা আয় বৃদ্ধি করে তাদেরকে এরূপ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

**ঘ** কানাইনগরের সাংসদের কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আর যে কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তা নিচে মূল্যায়ন করা হলো —

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া কর্মজীবী শিশুদের জন্য নৈশকালীন বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

কৃষকদের জন্য কৃষিভিত্তিক, শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণমূলক, অন্য শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে সেই অনুসারে পরিকল্পনা করতে হবে। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ। নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয়ভাবে ফলপ্রসূ গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ বের করে আনা প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, কানাইনগরের সাংসদের গৃহীত কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৫** চুন্নু মাঝি নদীতে নৌকা বায়। কখনো উপার্জন থাকে কখনো থাকে না। পরিবার পরিজন নিয়ে সে কাবু। কিন্তু উপার্জনের চিন্তা নেই। সে নিশ্চিত। পরিবারে নতুন সন্তান আসছে। সে খুশি। তার উপার্জনের ব্যক্তি বাড়বে।

◀ **শিখনফল:** ২

- ক. জনসংখ্যাস্থিতি কাকে বলে? ১
- খ. অধিক জনসংখ্যা শিক্ষাক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে চুন্নু মাঝির চিন্তা-চেতনার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন ধরনের কারণ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চুন্নু মাঝি যে বিষয়ে উদাসীন তা প্রতিকারে তুমি কী ধরনের পরামর্শ দেবে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা কর। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জনসংখ্যা দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় অধিক হলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলা হয়।

**খ** অধিক জনসংখ্যা শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশের জনগণ যত বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তত বাড়ানো প্রয়োজন হয়। আবার বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করাও কষ্টকর। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। যে কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্যও অনেকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে দেখা যায় চুন্সু মাঝির চিন্তা-চেতনার মাঝে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কারণের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। যার ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে তাদের আগ্রহ ও জ্ঞানের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক সময় এক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্থ ব্যয়ের মতো সামর্থ্যও তাদের থাকে না। এছাড়াও তাদের অধিকাংশই মনে করে পরিবারে নতুন সন্তান এলে তার উপার্জন আরও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, চুন্সু মাঝি নদীতে নৌকা বায়। কখনো উপার্জন থাকে কখনো থাকে না। সে পরিবারের ব্যয় ঠিকমতো চালাতে পারে না। এদিকে পরিবারে নতুন সন্তান আসছে। কিন্তু এ নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়, বরং সে খুশি। সে মনে করে পরিবারে নতুন সন্তান এলে তার উপার্জন বাড়বে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চুন্সু মিয়ায় মতো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুরূপ মনোভাবের কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক মনোভাবের কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।



## প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ৬** একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর, বাবা-মা নিজে হাতে তার ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ছেলেটির বাবা-মা কোনোভাবেই ছেলেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ খবর পড়ে জিতু তার মাকে বলল, মা পাশের বাড়ির সেতু তার মা মারা যাওয়ার পর থেকে সব সময়ই মাদক নিচ্ছে। খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশেছে। ওকেও কি পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।

◀ *শিখনফল: ২*

- ক. ই-মেইল এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. মাদকাসক্তি কীভাবে পরিবারের সুখ-শান্তি বিপন্ন করে? ২
- গ. উদ্দীপকের সেতুর মাদকাসক্তির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সেতুদের মতো ছেলেদের রক্ষা করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? তোমার যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ই-মেইল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল।

**ঘ** চুন্সু মাঝি যে বিষয়ে উদাসীন তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। চুন্সু মাঝি যে উপার্জন করে তাতে সে নিজের পরিবার চালাতেই হিমশিম খায়। কিন্তু পরিবারে নতুন সন্তানের আগমনে সে মোটেও অসন্তুষ্ট নয়; বরং সে খুশি। সে মনে করে তার পরিবারের আগত নতুন সন্তান তার উপার্জনে সহায়তা করবে। তার মতো মানুষের এরূপ মনোভাবের কারণে এ দেশে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

চুন্সু মাঝি অধিক জনসংখ্যা সম্পর্কে উদাসীন। আর বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমার কিছু পরামর্শ রয়েছে যথা। যেমন- পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় বা তারও নিচে আনা সম্ভব। এ দেশের অধিকাংশ দম্পত্তিই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না। তাই পরিবার পরিকল্পনার পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে তা দূর করার জন্য শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হবে। যেমন: শিক্ষার্জন হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাই আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হয়ে বিয়ে করবে না। সেই সাথে পরিবারও ছোট রাখার চিন্তা করবে। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান এবং আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে জনসংখ্যার পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় জনসংখ্যাকে হালকা বসতি এলাকায় সরানো যেতে পারে। জনসংখ্যা সম্পর্কে এমন জাতীয় নীতি নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন, যাতে দেশের সম্পদ ও সুযোগের সজো সংগতিপূর্ণ একটি জনসংখ্যা সৃষ্টি হয়। আইন প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ কমানোর প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে।

**খ** মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনকে নিয়ে পরিবারের ঘরে বাইরে সর্বত্র নানা ধরনের সমস্যায় পতিত হয়। মাদকাসক্তের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ প্রায়ই বিরক্তিকর, অবাস্তব, অবৈধ, ক্ষতিকর এবং ক্ষেত্রবিশেষে জীবন ও সম্পত্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ। ফলে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির পরিবারে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ ধরনের পরিবার সমাজের চোখেও হয়ে প্রতিপন্ন হয়। কোনো পরিবারের কিশোর যুবক বয়সী সন্তান-সন্ততি যদি মাদকাসক্ত হয় তবে তাদের বাবা-মা দারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং পরিবারের সুখ শান্তি সমূলে বিনষ্ট হয়।



**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** মাদকাসক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** মাদকাসক্তি নিরাময়ে প্রতিকারসমূহ আলোচনা কর।





**প্রশ্ন ▶ ১** ঢাকার মোহাম্মদপুরে বসবাস করে রাসেল নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। রাসেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের ছাত্র। সে প্রায়ই পত্রিকায় তুলে ধরে, প্রত্যেকটি পরিবারে যেভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সর্বোপরি বসবাসের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন তার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এসব তথ্য-উপাত্ত- রাসেল নিজের বিবেকবোধ থেকেই পত্রিকায় তুলে ধরেছে।

◀ **শিখনকল-২**

- ক. কত বছর বয়সের লোকদের প্রবীণ বলা হয়? ১  
খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. রাসেল পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে দিকটি তুলে ধরেছে তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. রাসেলের দেওয়া তথ্যগুলোর মধ্যেই কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব পুরোপুরি ফুটে উঠেছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ৬০ বছর বা তার অধিক বয়সের লোকদের প্রবীণ বলা হয়।

**খ** বেকারত্ব হলো কোনো সমাজে কর্মক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের অভাব। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ কোনো ব্যক্তি যখন পূর্ণ বা খণ্ডকালীন কাজ করতে ইচ্ছুক হয় অথচ কাজ পায় না তখন সে ব্যক্তিকে বেকার বলা যেতে পারে। অর্থাৎ দেশের স্বাভাবিক শ্রমশক্তির অঙ্গ হয়েও যারা কর্মহীন থাকে তারাই বেকার।

**গ** রাসেল পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকারক দিকটি তুলে ধরেছেন। **▲**

একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে সকল উপাদান অপরিহার্য, জনসংখ্যা তার মধ্যে অন্যতম। তবে জনসংখ্যা যদি ভূমির বা রাষ্ট্রীয় অনুপাতের তুলনায় বেশি হয় তাহলে তা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশের সকল ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কেননা অধিক বা অতিরিক্ত জনসংখ্যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধমূলক

সমস্যাকে ত্বরান্বিত করছে। তাছাড়া জনসংখ্যার অপরিবর্তিত বৃদ্ধিতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কেননা এই জনসংখ্যার বসবাসের জন্য অধিক জমির প্রয়োজন। এতে করে বৃক্ষনিধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব পড়ছে।

উদ্ভীপকের রাসেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিষয়ের ছাত্র। সে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে পত্রিকায় তুলে ধরেছে। যা উপরের আলোচনাকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ইজিত করে। তাই বলা যায়, রাসেল পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছেন।

**ঘ** রাসেলের দেওয়া তথ্যগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব পুরোপুরি ফুটে উঠেনি। কেননা উদ্ভীপকের রাসেল পত্রিকায় তুলে ধরেন যে, পরিবারের লোক বৃদ্ধিতে মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে পড়েছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কারণ ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। **▲**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের বসবাসের জন্য কৃষি জমির উপর ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এতে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য রপ্তানি করতে হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে নিরক্ষরতা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক জনসংখ্যার কর্ম নির্ধারণে ব্যাঘাত ঘটছে। কর্মক্ষেত্রের স্বল্পতার কারণে বেকারত্ব সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বেকারত্ব সমাজে অপরাধের সূচনা করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগ না থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল অতি ভয়াবহ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝায় যায়, রাসেলের বর্ণিত প্রভাব ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় রাসেলের বর্ণনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পুরোপুরি প্রভাব ফুটে উঠেনি।

**প্রশ্ন ▶ ২** সস্তা কৃষি মজুরিতে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ায় জাহিদ হাওলাদার গ্রাম থেকে শহরে চলে এসে একটি কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের কার্টন বহনের কাজ নেন। শ্রমিক হিসেবে কাজটি

নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু কার্টনগুলো নিজ খাতায় এন্ট্রি করার মতো পড়ালেখার জ্ঞান না থাকায় তিনি ভীষণভাবে ঠকে যাচ্ছেন। কেননা শুধু এই কারণে অন্যান্য শ্রমিক থেকে তিনি অনেক কম বেতন পান। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে জাহিদ হাওলাদার অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার জন্য স্থানীয় এক নৈশ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন।

◀ শিখনফল: ২

- ক. ম্যালথাস কে ছিলেন?  
খ. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়?  
গ. উদ্দীপকের জাহিদ হাওলাদারের কম বেতন পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।  
ঘ. জাহিদ হাওলাদারের মতো মানুষদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে তুমি কী কী সুপারিশ করবে? মতামত দাও।

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ম্যালথাস একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মযাজক ছিলেন।

**খ** কাম্য জনসংখ্যা বলতে কাক্ষিত জনসংখ্যাকে বোঝায়। কাক্ষিত জনসংখ্যা সেটাই, যে জনসংখ্যা কোনো দেশের সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিতে পারে। কাম্য জনসংখ্যা মূলত একটি জনশক্তি বা জনসম্পদ। অর্থাৎ যে জনসংখ্যা উন্নতি ও সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করতে সক্ষম সেটাই কাম্য জনসংখ্যা।

**গ** জাহিদ হাওলাদারের কম বেতন পাওয়ার কারণ হলো নিরক্ষরতা।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। নিরক্ষরতা আরও অনেক সামাজিক সমস্যার জন্যেও দায়ী। বস্তুত নিরক্ষরতার পরিণাম ও প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী এবং সর্বব্যাপী যে, নিরক্ষরতাকে একটি অভিশাপ বলেও বর্ণনা করা হয়। আক্ষরিক অর্থে অবশ্য নিরক্ষরতা বলতে অক্ষর জ্ঞানহীনতাকেই বোঝায়। এ অর্থে নিরক্ষর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মধ্যে অক্ষর জ্ঞান নেই। বস্তুত অক্ষরজ্ঞান না থাকার অর্থ অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় না থাকা এবং অক্ষরের ব্যবহার না জানা। অতএব, নিরক্ষর হলো সেই ব্যক্তি যে লিখতে ও পড়তে জানে না। ইউনেস্কোর সংজ্ঞা মোতাবেক, সে ব্যক্তিই নিরক্ষর যে তার দৈনন্দিন জীবনের কোনো ক্ষুদ্র ও সাধারণ বস্তুব্য উপলব্ধিসহ পড়তে ও লিখতে অক্ষম।

উদ্দীপকের জাহিদ হাওলাদার সম্ভ্র কৃষি মজুরিতে জীবনযাপন কষ্টকর হওয়ায় শহরে চলে আসেন এবং এখানে এসে একটি কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের কার্টন বহনের কাজ নেন। কিন্তু কাজের সঠিক হিসাব না রাখতে পারায় প্রতিনিয়ত ঠকছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাহিদ হাওলাদারের কম বেতন পাওয়ার কারণ হলো নিরক্ষরতা।

**ঘ** উদ্দীপকের জাহিদ হাওলাদার একজন নিরক্ষর দিনমজুর। নিরক্ষরতার কারণে তিনি কাজের ক্ষেত্রে ভীষণ ঠকে যাচ্ছেন। তাই তিনি ক্ষোভে, দুঃখে স্থানীয় এক নৈশ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন। তার মতো মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে আমার যে সুপারিশ তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রথমত, নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। সে সঙ্গে শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি করাও অতীব প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূর করতে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচি বয়স্কদের পেশার সঙ্গে যাতে সংগতিপূর্ণ হয় সেজন্য বিশেষ পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। পর্যাপ্ত বৃত্তি, শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু ও শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা নেওয়াও আশু জরুরি।

তৃতীয়ত, গ্রামের যেসব বাবা-মা নানা কারণে তাদের সন্তানদের সংসারের কাজে লাগাতে বাধ্য হন, তাদের সন্তানদের জন্য গ্রাম এলাকায় স্বল্পমোদি অথবা দীর্ঘমোদি নৈশকালীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

চতুর্থত, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। বস্তুত যে শিক্ষাজীবন পেশার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, সে শিক্ষা মানুষকে কর্মবিমুখ করে। যে শিক্ষা আমাদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয় সে শিক্ষা গ্রহণে কেউই এগিয়ে আসতে পারে না। তাই শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে বাস্তবমুখী।

তাই জাহিদ হাওলাদারের মতো সমাজের অনগ্রসর অংশকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া জরুরি এবং উপরোক্ত সুপারিশগুলো এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি।

**প্রশ্ন ▶ ৩** বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সুফিয়া নামক একটি মেয়েকে ঢাকায় আনা হয়। গ্রামের মেয়ে হিসেবে সুফিয়া খুব সহজ সরল এবং নিরক্ষর। সংসারের যাবতীয় কাজ সে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে। পরিবারের সবাই মিলে তাকে অক্ষর জ্ঞানদানের জন্যে কতকগুলো ছবিসহ বই কিনে দিলে সে অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। স্বীয় চেষ্টায় যে অনেক কিছু অর্জন করা যায় সুফিয়া তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

◀ শিখনফল: ২

- ক. বাল্যবিবাহ কী? ১  
খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে নিরক্ষরতার প্রতিকার করা যায়? ২  
গ. সুফিয়ার নিরক্ষর হওয়ার পিছনে কোন কারণগুলো বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. সুফিয়ার মতো মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে তোমার পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং একুশ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়েকে বাল্যবিবাহ বলে।

**খ** জনসংখ্যা বেশি হলে প্রত্যেকের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরক্ষরতার প্রতিকার করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর ২৪ লক্ষ নতুন শিশু স্কুলে পড়ার উপযোগী হচ্ছে। এ বিপুল সংখ্যক শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাংলাদেশ

সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শিশুর সংখ্যা কম হলে সরকারের পক্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো।

**গ** সুফিয়া নিরক্ষর হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান তা হলো, দারিদ্র্য এবং কন্যাসন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। দারিদ্র্যকে বাংলাদেশের নিরক্ষরতার প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। দারিদ্র্যের কারণেই বিদ্যালয়ে পড়াশুনার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে পারে না বলে অনেক অভিভাবক সন্তানকে বিদ্যালয়ে দিতে পারেন না। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত অনেক পরিবার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে কাজ করার জন্য পাঠায়। যেমনটি সুফিয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

দেশে নিরক্ষরতার আরেকটি কারণ হলো কন্যা সন্তানের প্রতি পিতামাতার নেতিবাচক মনোভাব। গ্রাম বাংলায় সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য বন্টন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ প্রাধান্য পায়। মূলত পরিবারের লোকজন কন্যা সন্তানকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে না। তাই ছেলের জন্য তারা যথাসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও মেয়ের জন্য তা করে না। গ্রামের নিরক্ষর মেয়ে সুফিয়ার ঢাকায় একটি পরিবারে কাজ করতে আসার ক্ষেত্রে এ কারণটিও দায়ী বলে আমি মনে করি।

**ঘ** সুফিয়ার মতো মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমার করণীয় পদক্ষেপগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সুফিয়ার মতো মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কেননা দারিদ্র্য মোচন করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। স্কুলে পাঠানো এবং পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক যোগ্যতা যাতে জনগণের হয়, তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আইনের দুর্বলতা এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সুফিয়ার মতো মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। কেননা শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নেবে যে, শিক্ষাগ্রহণের ফলে তাদের সন্তানরাও চাকরি পাবে। এতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সুফিয়ার মতো দরিদ্র পরিবারগুলোর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, পর্যাপ্ত শিক্ষা ঋণ ও শিক্ষা সহায়ক প্রকল্প চালু করা প্রয়োজন। এছাড়া জনসচেতনতার মাধ্যমে নিরক্ষরতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। কেননা নিরক্ষরতা বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হওয়ায় এটি দূরীকরণ সমাজের দায়িত্ব। তাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে সবাই যাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এগিয়ে আসে সে জন্য সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। তদুপরি নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয়ভাবে ফলপ্রসূ গবেষণার মাধ্যমে কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে সুফিয়ার মতো মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

**প্রশ্ন ৮** এলাকার নাম কানাইনগর। মানুষগুলো সহজ-সরল। হাটে বিক্রি করে মাছ, ধান, নারিকেল, সুপারি, আর ক্রয় করে তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, লবণ, চিনিসহ আরো কত কি। তবে দু একজন ছাড়া কেউ নিজের নামও লিখতে পারে না। এদেরকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ। প্রথমত আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত কোনো খরচ ছাড়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা, তৃতীয়ত শিক্ষা শেষে চাকরির সুযোগ এবং সর্বশেষ উন্নত জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। **▲**

◀ *শিখনকলঃ ৩*

- ক. কর্মসংস্থান জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির কত সংখ্যক পুরুষ রয়েছে? ১
- খ. কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ — ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কানাইনগরের সাংসদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. কানাইনগরের সাংসদ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আর যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তার মূল্যায়ন কর। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কর্মসংস্থান জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির ৩.৭৯ কোটি পুরুষ রয়েছে। **▲**

**খ** কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা হলো নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকে বলে থাকেন কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই ব্রিটিশ শাসনকে পোক্ত করতে যে কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার আধুনিক সংস্করণ। বাস্তব চাহিদা পূরণে এ শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম নয়। **▲**

**গ** কানাইনগরের সাংসদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো —

১. আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন: দারিদ্র্য মোচন করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। স্কুলে পাঠানো এবং পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক যোগ্যতা যাতে জনগণের হয় তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।
২. খরচ ছাড়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আইনের শাসন এবং প্রয়োগ আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।
৩. শিক্ষা শেষে চাকরির সুযোগ: শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নেবে যে, শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের সন্তানরাও চাকরি পাবে। এতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে।
৪. উন্নত জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহী: গতানুগতিক জীবনের চেয়ে উন্নত জীবনের প্রতি গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে পারলে তারা উন্নয়নের প্রতি উৎসাহিত হবে। এরূপ জীবনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা আয় বৃদ্ধি করে তাদেরকে এরূপ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। **▲**

**ঘ** কানাইনগরের সাংসদের কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আর যে কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তা নিচে মূল্যায়ন করা হলো —

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া কর্মজীবী শিশুদের জন্য নৈশকালীন বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

কৃষকদের জন্য কৃষিভিত্তিক, শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণমূলক, অন্য শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে সেই অনুসারে পরিকল্পনা করতে হবে। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ। নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয়ভাবে ফলপ্রসূ গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ বের করে আনা প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, কানাইনগরের সাংসদের গৃহীত কর্মসূচির বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৫** হাশেম মিয়া মফস্বলের একটি বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার দোকানের পাশেই জেনারেলের মেশিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এতে তীব্র আওয়াজের সৃষ্টি হয়। এক সময় হাশেম মিয়ার শ্রবণশক্তি কমে আশা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। **◀ শিক্ষনফল-৭**

- ক. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে মোট নদীর সংখ্যা কয়টি? ১
- খ. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার আকাজক্ষাই জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে পরিবেশগত যে সমস্যার কথা বিবৃত হয়েছে সেটির প্রধান দুইটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. হাশেম মিয়ার ঘটনার আলোকে তুমি কি মনে কর যে, উক্ত সমস্যাটি জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে? উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

#### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে মোট নদীর সংখ্যা ৫৭টি।

**খ** নেতৃত্ব ও ক্ষমতার আকাজক্ষা অনেক সময় জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়। যোগ্যতা, মেধা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সমাজের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধের আদর্শ না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে

সহজ পন্থায় ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জঙ্গিবাদ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এভাবে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ, একগুয়েমি ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটি জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে পরিবেশগত যে সমস্যার কথা বিবৃত হয়েছে তা হলো শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের কারণে শ্রবণশক্তি কমে আসে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, মানসিক অবসাদ দেখা দেয় যা উদ্দীপকে বর্ণিত হাশেম মিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শব্দ দূষণের প্রধান দুটি কারণ হলো—

১. **পরিবহন:** শব্দ দূষণের একটি প্রধান উৎস হলো যানবাহন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহর অঞ্চলে বেড়েই চলেছে যানবাহন এবং এর ফলে বাড়ছে শব্দ দূষণ। মোটরগাড়ি, বাস, লরি, ট্রাক, টেম্পো প্রভৃতির শব্দ ও বৈদ্যুতিক হর্ণের তীব্রতা মানুষের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে।
২. **সামাজিক কারণে দূষণ:** মিলাদ, পূজা, পার্বণ, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজি ও মাইকের তীব্র আওয়াজ শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। তাছাড়া আলোচনাসভা, মিটিং ও মিছিলে মাইক ব্যবহারও অনেক সময় শব্দ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**ঘ** হাশেম মিয়ার ঘটনার আলোকে আমি মনে করি যে, শব্দ দূষণ সমস্যাটি জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন—

১. **শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ওপর প্রভাব:** অনেক দিন ১০০ ডেসিবেল শব্দের মধ্যে কাটালে বধিরতা দেখা দেয়। আর ১৬০ ডেসিবেল মাত্রার বিকট শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায় এবং এর ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে শ্রবণ ক্ষমতা হারায়।
২. **স্বপ্ননের ওপর প্রভাব:** শব্দ দূষণের জন্য স্বাস-প্রশ্বাসের হার পরিবর্তন হয়। উঁচু তীব্র শব্দের প্রভাবে স্বপ্নন গভীরতা বেড়ে যায় এবং দ্রুত স্বাস ত্যাগ করে।
৩. **স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব:** শব্দ দূষণের ফলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বৃন্দ্রি স্নায়ুর ক্রিয়ার হ্রাস ঘটায়।
৪. **পরিবেশের ওপর প্রভাব:** বোমা, পটকা, আতশবাজি ও সুপারসনিকের বিকট শব্দে পুরোনো বাড়িতে ফাটল ধরে এবং অনেক সময় জানালা ও দরজার কাচ ভেঙে যায়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত শব্দ দূষণের সমস্যাটি জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

### ▶ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ▶ ৬** দীলিপ দশম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা-মা দুজনই চাকুরিজীবী। দীলিপ ভালো ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও ইদানিং সে পড়াশোনায় অমনোযোগী। সে কিছুদিন যাবৎ রাত করে বাড়ি ফেরে, বাবা মায়ের সাথে বিভিন্ন কারণে মেজাজ দেখায়। কারণে অকারণে টাকা চায়। গত টেস্ট পরীক্ষায় তার রেজাল্টও খারাপ হয়েছে। দীলিপকে নিয়ে তার বাবা-মা খুবই চিন্তিত।

ক. বেকারত্ব কী?

◀ শিক্ষনফল: ২

- খ. কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. দীলিপের বর্তমান অবস্থা কীসের ইজিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি প্রতিরোধের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪